SG in Bengali

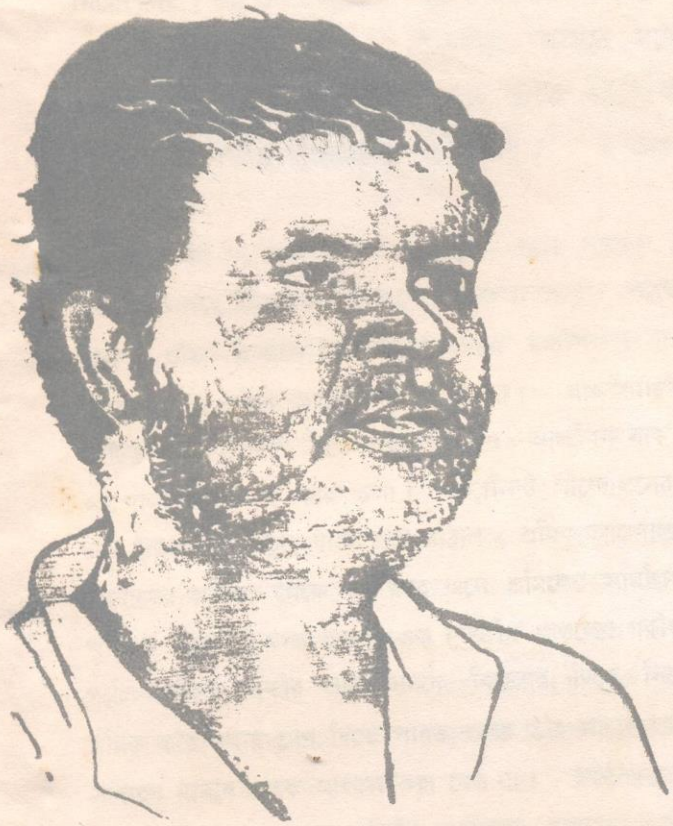

মানুষের মত মানুষ

ডাঃ পুণ্যব্রত গুণ

(ছাত্রজীবনে বরিস পলেভয়ের লেখা সোভিয়েত বৈমানিক আলেক্সই মারেসিয়েভ এর জীবনী "মানুষের মতো মানুষ" পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। আর কর্মজীবনে একজন "মানুষের মতো মানুষ" শংকর গুহ নিয়োগীর সান্নিধ্যে ছিলাম পাঁচটা বছর। নিয়োগীজী শহীদ হয়েছেন পাঁচ বছর হল, কিন্তু আজও তাঁর জীবন ও সংগ্রাম, তাঁর আদর্শ আমাকে, আমার মতো হাজার হাজার মানুষকে মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর শহীদ দিবসে সহযোদ্ধার শ্রদ্ধাঞ্জলি—এ নিবন্ধ। —ডাঃ পুণ্যব্রত গুণ)

আই এস-সি পাশ করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পেয়েও সে সুযোগকে প্রত্যাখ্যান করে শ্রমিকের জীবন বেছে নেওয়া, কেননা সুযোগের পিছনে সুপারিশ ছিল! শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে করতে উচ্চশিক্ষার প্রয়াস, একই সঙ্গে ছাত্র আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলা! মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পরও আজীবন মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে গণ আন্দোলনে প্রয়োগ করে চলা! কম্যুনিস্ট আন্দোলনের তিন ধারার মধ্যে দিয়ে চলে নিজে এক নতুন ধারা হয়ে ওঠা! শ্রমিক আন্দোলনকে বেতন বৃদ্ধি আর বোনাসের আওতা থেকে বার করে এনে শ্রমিকের সামগ্রিক বিকাশের আন্দোলনে পরিণত করা! অথচ আবার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের গরীব শ্রমিক কৃষকের অনেক-গুলি আর্থিক দাবীর আন্দোলনকে বিজয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া! লক্ষাধিক শ্রমিক তাঁর কথায় প্রাণ দিতে পারত, অথচ তাঁর আচার-আচরণ, হাব-ভাবে তাঁকে সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা করা যেত না! ইউনিয়নগুলির সম্পত্তি যখন বেশ কয়েক লক্ষ টাকার তখনও তিনি সপরিবারে থাকতেন একটি মাটির দোচালা ঘরে, পরতেন খদ্দরের পাজামা পাঞ্জাবী, কখনও তা ফাটা আধময়লা; পায়ে রবারের চপ্পল বা কমদামী কেড্‌স! তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলন করে শ্রমিকদের ন্যূনতম দৈনিক মজুরী ২-৩ টাকা থেকে বেড়ে ৯০ টাকার মত বেশী হয়েছিল, অথচ মৃত্যুর আগে প্রতি মাসে সংগঠন থেকে হোল টাইমার হিসাবে তিনি নিতেন মাত্র ৮০০ টাকা। সংগঠনের কাজ সেরে বাড়ী ফিরতেন মাঝ রাতে অথচ সকালে উঠে একটু সময় ঠিক বার করে নিতেন ছেলেমেয়েদের পড়ানোর জন্য বা বাড়ীর পেছনের তরি-তরকারীর

বাগিচার পরিচর্যার জন্য ! আন্দোলনের ময়দানে অজেয় সেনাপতি, আবার কাজের ফাঁকে কলম-খাতা খুলে কবিও ! শেখার কোন শেষ ছিল না তাঁর কাছে, তাই প্রায় ৩০ বছর শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েও মৃত্যুর দিনটিতে তাঁর হাতে খোলা ছিল লেনিনের ''On Trade Unions'' !

এমনটা বোধ হয় হওয়া সম্ভব ছিল একজনের পক্ষেই, যাঁর নাম শঙ্কর গুহ নিয়োগী। ৪৯ বছরের জীবনকালেই তিনি ছত্তিশগড়ের প্রবাদ পুরুষ হয়ে উঠেছিলেন। অথচ ছত্তিশগড়ের বাইরে কম লোকই তাঁকে জানতেন। ১৯৯১ এর ২৮ সেপ্টেম্বর ভিলাইয়ের কারখানা-মালিকেরা তাঁকে গুলি করে মারার পর তিনি হয়ে উঠলেন অপ্রতিরোধ্য এক ধারার নাম, সারা দেশের মানুষ যাঁকে এক ডাকে চেনে।

তাঁর আসল নাম ধীরেশ গুহ নিয়োগী। আত্মগোপন কালীন জীবনের নাম শঙ্কর লাল ঠাকুর। শ্রমিক-কৃষকেরা তাঁকে ডাকতেন ''নিয়োগী ভাইয়া'' বলে, আদিবাসীরা ''বাইগা'' বলে (বাইগা আদিবাসী সমাজের অপরিহার্য পুরুষ, সমস্ত সামাজিক কাজকর্মে যাঁর অগ্রণী ভূমিকা), একটু পরিশীলিতদের মুখে তিনি 'নিয়োগীজী'।

এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ধীরেশের জন্ম ১৯৪২ এর ২৮ সেপ্টেম্বর। বাবা—হেরম্ব কুমার, মা—কল্যাণী। অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুর জেলায় বালুবাড়ি গ্রামে মামার বাড়ীতে তাঁর জন্ম। আসামের নওগাঁও জেলার জমুনামুখ গ্রামে বাবা ছোটখাট ঠিকাদারীর কাজ করতেন। এখানেই ধীরেশের প্রাথমিক শিক্ষা। আসামের সুন্দর প্রকৃতি তাঁকে প্রকৃতিপ্রেমী করেছিল। আর আসানসোলের সাকতোরিয়া কয়লা খনি অঞ্চলে জ্যেঠামশাই এর কাছে থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার সময় খনিশ্রমিকদের জীবনকে কাছ থেকে তিনি দেখেন। বুঝতে শেখেন কেমন করে আজকের সমাজ বড়লোককে আরও বড়লোক, গরীবকে আরও গরীব করে তোলে।

ছাত্রজীবনেই ইতিহাসে পড়া ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, সূর্য্য সেনের বীরগাথা তাঁকে দেশপ্রেমিক করে তোলে। ইতিমধ্যে আসামের জাতিদাঙ্গায় বাস্তুচ্যুত হয়ে তাঁর পরিবার জলপাইগুড়িতে এসে ঠাঁই পেয়েছিলেন। জলপাইগুড়িতে ধীরেশ আই এস-সি পড়েন। বাংলায় ১৯৫৯ এর খাদ্য আন্দোলনের ঢেউ ভাসিয়ে নেয় ধীরেশকে। ছাত্র ফেডারেশনের একনিষ্ঠ কর্মী হয়ে ওঠেন তিনি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি

আকৃষ্ট হন। কুশল ছাত্র সংগঠক হিসাবে অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির ছাত্র সদস্যপদ লাভ করেন।

রাজনীতিতে মেতে থাকায় তাঁর আই এস সি'র ফল ভাল হয় নি। এর বছর কয়েক আগে জলপাইগুড়িতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়েছে। তাঁর আর এক জ্যাঠামশাই ছিলেন জেলা কংগ্রেসের উচ্চ পদাধিকারী। জ্যাঠামশাইয়ের সুপারিশে আর বাড়ীর চাপে ধীরেশ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি তো হলেন বটে, কিন্তু এ অন্যায়কে মেনে নিতে পারলেন না। তাই সবার অলক্ষ্যে বাড়ী ছেড়ে ভিলাই-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা।

১৯৬১ র কথা। তখনও ভিলাই স্টীল প্ল্যাণ্টে চাকরী পাওয়া দুষ্কর ছিল না। তবে সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বছর থেকে কয়েক মাস কম থাকায় অপেক্ষা করতে হল কিছুদিন। তারপর প্রশিক্ষণান্তে ১৯৬২তে ইস্পাত কারখানার কোক ওভেন বিভাগে দক্ষ শ্রমিকের চাকরী পেলেন তিনি। উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষাও ছিল, ফলে দুর্গের বিজ্ঞান কলেজে বি-এস-সি এবং A M I E পড়তে লাগলেন প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে। দুর্গ কলেজে আবার ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব। সে কুশল নেতৃত্বের খবর শুনে এলেন দুর্গ পুরসভার সাফাই কর্মীরা। ধীরেশের নেতৃত্বে প্রথম সফল ধর্মঘট করে সাফাই কর্মীরা দাবী দাওয়া আদায় করেন। ইস্পাত কারখানার স্বীকৃত ইউনিয়ন ছিল INTUC, তারপর AITUC। ধীরেশ AITUC-এর ব্যানারে থেকেও স্বাধীনভাবে ইস্পাত শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সংগঠিত করতে থাকেন।

১৯৬৪তে CPI ভেঙ্গে দু টুকরো হয়। CPI (M) এর সাথে আসেন ধীরেশ। সে সময়ই এক প্রবীণ কম্যুনিস্ট চিকিৎসক ডাঃ বি, এস, যদুর কাছে তাঁর প্রথাগত মার্কসবাদ লেনিনবাদের অধ্যয়ন। ১৯৬৭তে নকশালবাড়ীর গণঅভ্যুত্থান মধ্যপ্রদেশকেও আলোড়িত করেছিল। প্রদেশের প্রায় সমস্ত CPI (M) কর্মী নকশালবাড়ীর রাজনীতিতে প্রভাবিত হন। ধীরেশ AICCR এর সংস্পর্শে আসেন। CPI (ML) গঠিত হওয়ার পর কিছুদিন তার সদস্যও ছিলেন। কিন্তু পার্টির গণ-সংগঠন গণ আন্দোলন বর্জনের লাইনের সঙ্গে নিজের কাজকর্মকে না মেলাতে পারায় পার্টি তাঁকে বহিষ্কার করে। (উল্লেখ্য, যে বর্ষীয়ান কম্যুনিস্ট নেতার উপস্থিতিতে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তিনিও পরবর্তীকালে একই প্রশ্নে চারু মজুমদারের লাইনের বিরোধিতা করেন।)

ইতিমধ্যে ১৯৬৮তে ইস্পাত কারখানার প্রথম সফল ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কর্মচ্যুত হন ধীরেশ। অন্যদিকে নকশালপন্থীর তকমা লাগিয়ে পুলিশ তাঁকে খুঁজতে থাকে। তিনি আত্মগোপন করে "স্ফুলিঙ্গ" (প্রেরণা—লেনিনের ইস্ক্রা) নামে একটি হিন্দী সাপ্তাহিকের মাধ্যমে শ্রমিকদের মধ্যে বক্তব্য নিয়ে যেতে থাকেন। অন্যদিকে চলে গ্রামে চলার প্রস্তুতি। নিয়োগী সে সময় বুঝতে পারছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে শোষিত ছত্তিশগড়ী জাতিসত্তার মেলবন্ধন ঘটাতে না পারলে শ্রমিক আন্দোলন জয়যুক্ত হতে পারে না। ছত্তিশগড়ী জাতি সমস্যা নিয়ে রচিত তাঁর সে সময়কার একটি পুস্তিকা মহারাষ্ট্র থেকে মুদ্রিত হয়ে আসার পথে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে।

ছত্তিশগড়কে জানার জন্য, ছত্তিশগড়ী জনতাকে জানার জন্য, তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য ১৯৬৮ থেকে নিয়োগী আত্মগোপন করে কাটাতে থাকেন গ্রামে গ্রামে। কখনও ফেরিওয়ালা, কখনও জেলে, কখনও ছাগল বিক্রেতা, কখনও PWD শ্রমিক হিসাবে। এর সঙ্গে সঙ্গে চলে আন্দোলন সংগঠিত করার কাজ—দইহান বাঁধ তৈরীর আন্দোলন, সেচের জলের দাবীতে জলোদের কৃষকদের আন্দোলন, যোঁগতা বাঁধ তৈরীর বিরুদ্ধে আদিবাসীদের আন্দোলন—এমনি অসংখ্য আন্দোলন। নিয়োগীর কাছে শোনা, ছত্তিশগড়ী ভাষাকে শেখার জন্য, ছত্তিশগড়ীদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য প্রায় দশ বছর কোনো বাংলা বা ইংরাজী শব্দ সচেতনভাবে উচ্চারণ করেন নি তিনি।

১৯৭১-এ কাজ পান দানীটোলা কোয়ার্জাইট খনিতে। কোক ওভেনের দক্ষ শ্রমিক হাফ্ প্যান্ট পরে পাথর ভাঙ্গার কাজে। 'শংকর' এ সময়কার নাম। এখানেই পরিচয় এবং পরিণয় আদিবাসী সহ শ্রমিক সিয়ারামের কন্যা শ্রমিক কিশোরী আশার সাথে। শংকরের তৈরী প্রথম খনি শ্রমিকদের ইউনিয়নও দানী-টোলায়, যদিও তা AITUC-র ব্যানারে। ১৯৭৫-এ MISA-য় গ্রেপ্তার হওয়ার আগে অবধি দানীটোলায়ই শ্রমিক সংগঠন করতেন নিয়োগী।

নিয়োগী যখন রায়পুর জেলে তখন দল্লী রাজহরার খনি শ্রমিকরা উত্তাল স্বতঃস্ফূর্ত এক আন্দোলনে। INTUC-AITUC সম্পাদিত বোনাস সমঝোতার বিরুদ্ধে শ্রমিকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে দুটি সংগঠন থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। কেননা, এই চুক্তি অনুযায়ী রেগুলার শ্রমিকরা পাবেন ৩০৮ টাকা আর ঠিকাদারী

শ্রমিকরা ৭০ টাকা, যদিও দুই ধরণের শ্রমিকরা কাজ করেন একই ধরণের। জরুরী অবস্থার শেষ সময় সেটা, ৩রা মার্চ শ্রমিকরা পুরনো সংগঠন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন, কাজ বন্ধ করে লাল ময়দানে শুরু করেছেন অনির্দিষ্ট কালীন ধর্ণা, আর খুঁজছেন কে হবেন তাঁদের সেনাপতি। শ্রমিকদের উগ্র মূর্তি দেখে CITU, HMS, BMS কেউই ধারে ঘেঁষার সাহস পেল না। কয়েক দিনের মধ্যে নিয়োগী জেল থেকে ছাড়া পেলেন। দল্লী রাজহরা থেকে দানীটোলা ২২ কিলোমিটার দূরে। AITUC থেকে বেরোনো কিছু শ্রমিক, সৎ শ্রমিক নেতা হিসাবে নিয়োগীকে জানতেন। তাই শ্রমিকদের একটি প্রতিনিধি মন্ডলী নিয়োগীকে নেতৃত্বের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করার জন্য দানীটোলা গেল। তাঁদের অনুরোধে নিয়োগী রাজহরা এলেন। গঠিত হল ঠিকাদারী খনি শ্রমিকদের নতুন সংগঠন "ছত্তিশগড় মাইন্‌স শ্রমিক সংঘ" (CMSS)। পতাকার রং লাল সবুজ (লাল শ্রমিকের আত্মবলিদানের রং, সবুজ কৃষকের)।

নিয়োগীর নেতৃত্বে খনি শ্রমিকদের প্রথম লড়াই ছিল মর্য্যাদার লড়াই, খনি শ্রমিকরা দালাল নেতাদের করা চুক্তি মানবেন না। তাই আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে তাঁরা BSP ম্যানেজমেণ্ট ও ঠিকাদারদের বাধ্য করলেন ৭০ টাকার জায়গায় ৫০ টাকা দিতে।

১৯৭৭ এর মে মাসে শুরু হল Idle Wages (শ্রমিককে মালিক কাজ দিতে না পারলে যে বেতন দেওয়া উচিত) এবং ঘর মেরামতের ও বাঁশবল্লীর জন্য ১০০ টাকার দাবীতে আন্দোলন। ৩১শে মে শ্রম বিভাগের উপস্থিতিতে ভিলাই স্টীল প্ল্যান্ট (BSP) এবং ঠিকাদাররা এ দুটি দাবীর বিষয়ে CMSS এর সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হয় আন্দোলনের চাপে। কিন্তু পরের দিন ১লা জুন শ্রমিকরা যখন ঘর মেরামতের ভাতা আনতে যান, তখন ঠিকাদাররা তা দিতে অস্বীকার করল। আবার শুরু হল শ্রমিক ধর্মঘট।

পরের দিন অর্থাৎ ২রা জুন রাতে এক পুলিশ বাহিনী এসে ইউনিয়নের ঝুপড়ি থেকে নিয়োগীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। কিন্তু কিছু পুলিশকে শ্রমিকরা ঘিরে ফেলেন, নেতার মুক্তির দাবী করতে থাকেন। ঘেরাও ভাঙতে পুলিশ রাত্রে গুলি চালিয়ে একজন নারী শ্রমিক এবং এক বালক সহ মোট ৭ জনকে হত্যা করে, কিন্তু মুক্ত হতে পারে না। অবশেষে ৩রা জুন দুর্গ থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে

আরও ৪ জন শ্রমিককে হত্যা করে আটক পুলিশদের মুক্ত করে। এই ১৯ জনই হলেন লাল সবুজ পতাকার প্রথম শহীদের দল।

পুলিশী অত্যাচার কিন্তু আন্দোলনকে ভাঙতে পারে নি। ১৮ই জুন লম্বা ধর্মঘটের পর ম্যানেজমেন্ট ও ঠিকাদাররা আবার শ্রমিকদের দাবী মেনে নেন এবং জেল থেকে ছাড়া পান নিয়োগী ৩৫ দিন জেলে থাকার পর।

এই বিজয়ে উৎসাহিত হয়ে BSP-র অন্যান্য খনি দানীটোলা, নন্দিনী, হিরীতে গড়ে ওঠে CMSS ইউনিয়নের শাখা। সব শাখা মিলে আবার আন্দোলনের তরঙ্গ, আবারও বিজয়।

এদিকে নিকটবর্তী বাইলাডিলা লোহা খনিতে পূর্ণ যন্ত্রীকরণের জন্য AITUC-র নেতৃত্বে সংগ্রামরত শ্রমিকদের উপর জনতা সরকারের পুলিশ গুলি চালায় ১৯৭৮ এর ৫ এপ্রিল। সে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর সাথে সাথে নিয়োগী দল্লী রাজহরার শ্রমিকদের অনুভব করান দল্লী রাজহরার খনিতেও আসন্ন যন্ত্রীকরণের বিপদ সম্পর্কে। শ্রমিকরা শুরু করেন "মেসিনীকরণ বিরোধী আন্দোলন"। ইউনিয়নের "অর্ধ মেসিনীকরণ প্রকল্প" মেনে নিতে বাধ্য হয় ম্যানেজমেন্ট। এ প্রকল্পে শ্রমিক ছাঁটাই হবে না অথচ উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগত মান উন্নত হবে।

একদিকে আর্থিক বিজয়ে শ্রমিকদের বেতন এক লাফে অনেকটা বেড়ে যায়, অন্য দিকে আদিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে মদের পেছনে পয়সা খরচ করাও বাড়ে। নিয়োগীজী ভাবেন তাহলে কি শহীদের রক্ত মদের ভাটির নালায় বইবে! তিনি গড়ে তোলেন "শরাববন্দী আন্দোলন"। দীর্ঘ সময় ধরে এ আন্দোলন চালিয়ে প্রায় এক লক্ষ মানুষকে তিনি মদের নেশা থেকে মুক্ত করেন। অবশ্য এ আন্দোলন চালাতে গিয়ে ১৯৮১তে NSAতে বন্দী হতে হয় নিয়োগীজীকে।

নিয়োগীজী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিলেন। এত দিন অবধি কোন ট্রেড ইউনিয়নই বেতন বৃদ্ধি, বোনাস বা চার্জশীটের জবাব দেওয়া ছাড়া অন্য কোন কাজ করত না। নিয়োগীই এসব ধারণা আনেন যে ট্রেড ইউনিয়ন কেবল শ্রমিকদের দিনের আট ঘন্টা (অর্থাৎ কর্মসময়) র জন্য নয়, ট্রেড ইউনিয়নকে হতে হবে চব্বিশ ঘন্টার জন্য। এ ভাবনা নিয়ে নিয়োগীর নেতৃত্বে অনেকগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা চালায় নতুন ইউনিয়ন।

শ্রমিকদের বাসস্থানের উন্নতির জন্য গঠিত হয় মোহল্লা কমিটি। শ্রমিক শিশুদের শিক্ষার জন্য গড়ে ওঠে ৬টি প্রাইমারী স্কুল ইউনিয়নের নেতৃত্বে, নিরক্ষর শ্রমিকদের জন্য বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচী নেওয়া হয়। শিক্ষা আন্দোলনের চাপে সরকার ও BSP বাধ্য হয় অনেকগুলি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল খুলতে। স্বাস্থ্য আন্দোলন শুরু হয় সাফাই আন্দোলনের রূপে। ১৯৮২র ২৬শে জানুয়ারী স্থাপিত হয় "শহীদ ডিস্পেন্সারী", ১৯৮৩র ৩রা জুন শহীদ দিবসে "শহীদ হাসপাতাল"। শ্রমিকদের অবসর বিনোদন এবং সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে গড়ে ওঠে "নয়া আঞ্জোর" সাংস্কৃতিক সংস্থা। নারীমুক্তি আন্দোলন চালানোর জন্য "মহিলা মুক্তি মোর্চা"। ছত্তিশগড়ের শোষণ মুক্তি এবং ছত্তিশগড়ে মজদুর কিষাণের রাজ স্থাপনের লক্ষ্যে "ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা"। সরকারের জনবিরোধী রণনীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইউনিয়ন দপ্তরের পেছনে এক মডেল বনসৃজন করা হয়।

নিয়োগীর অভিনব নেতৃত্বে আকৃষ্ট হয়ে ছত্তিশগড়ের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ লাল সবুজ পতাকাকে তুলে ধরতে থাকেন। ছত্তিশগড়ের সাতটি জেলার মধ্যে পাঁচটি (দুর্গ, বস্তার, রাজনন্দগাঁও, রায়পুর, বিলাসপুর)-তে ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার সংগঠন ও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এঁদের মধ্যে ছিলেন ছত্তিশগড়ের সবচেয়ে পুরনো শিল্প কারখানা বেঙ্গল নাগপুর কটন মিলসের শ্রমিকরাও, তাঁদের আন্দোলনে গুলি চলে ১৯৮৪ এর ১২ সেপ্টেম্বর, শহীদ বার জন। সে আন্দোলনও জয়যুক্ত হয়।

শঙ্কর গুহ নিয়োগীর নেতৃত্বে লড়া শেষ সংগ্রাম ছিল ভিলাই শ্রমিক সংগ্রাম। ছত্তিশগড়ের শোষণের কেন্দ্র ভিলাইএ ১৯৯০এ শুরু শ্রমিকদের এ লড়াই কারখানা মালিকদের আতঙ্কিত করে তোলে। অথচ শ্রমিকদের দাবী ছিল খুবই সাধারণ— বেঁচে থাকার মত বেতন, স্থায়ী শিল্পে স্থায়ী চাকরী, ইউনিয়নে সংগঠিত হওয়ার অধিকার। খনিজ, বনজ ও জলসম্পদে ভরপুর ছত্তিশগড় আবার সস্তা শ্রমেরও ভান্ডার, তাই দেশী বিদেশী পুঁজিপতির চারণক্ষেত্র। সেখানে এ ধরণের দাবী মানা মালিকপক্ষের পক্ষে ভয়ঙ্কর। তাই আন্দোলন ভাঙ্গার জন্য চলে নানা প্রয়াস। হাত মেলায় পুলিশ—প্রশাসন—প্রায় সব রাজনৈতিক পার্টি।

শ্রমিক নেতাদের উপর গুন্ডা ও পুলিশের হামলা, ১৯৯১ এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী থেকে ৩রা এপ্রিল নিয়োগীর গ্রেপ্তার, নিয়োগীর পাঁচ জেলা থেকে বহিষ্কারের প্রয়াস কোন কিছুই দমাতে পারে নি সে আন্দোলনকে। অবশেষে ২৮শে সেপ্টেম্বর নিয়োগীকে হত্যা করে মালিকের গুপ্তঘাতক।

নিয়োগী তাঁর হত্যার অনেক আগেই জানতে পেরেছিলেন হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা, লিখে গিয়েছিলেন নিজের ডায়েরীতে, বলে গিয়েছিলেন একটি ক্যাসেটে। তবু আসন্ন মৃত্যুর সামনাসামনি তিনি ছিলেন অবিচল। কেননা, তাঁরই কথায়—"মৃত্যু তো সবারই হয়, আমারও হবে। আজ, নয় তো কাল। ···আমি এ পৃথিবীতে এমন এক ব্যবস্থা স্থাপন করতে চাই যেখানে শোষণ থাকবে না"। আমি এ সুন্দর পৃথিবীকে ভা বাসি, তাঁর চেয়েও ভালবাসি আমার কর্তব্যকে। যে দায়িত্ব আমি কাঁধে নিয়েছি, তাকে সম্পন্ন করতেই হবে। ···আমাকে মেরে আমাদের আন্দোলনকে শেষ করা যাবে না!

না আন্দোলনকে শেষ করা যায় নি। নিয়োগীর পায়ে পা মিলিয়ে ১৯৯২ এর ১লা জুলাই শহীদ হয়েছেন ভিলাইএর ১৬ জন শ্রমজীবী মানুষ।

নিয়োগীর আন্দোলনের ধারা ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমবাংলাতেও। সে ধারায় কানোরিয়ার আন্দোলন। আবার কানোরিয়ার ধারায় আজ উল্লল ইন্ডিয়া মেসিনারী, ন্যাশনাল জুট, বাউড়িয়া কটন, বজবজ জুট, ফুলেশ্বর কটন, পিলকিংটন গ্লাস, পলাশী সুগার।

মরে গিয়েও অমর—কমরেড শঙ্কর গুহ নিয়োগী।

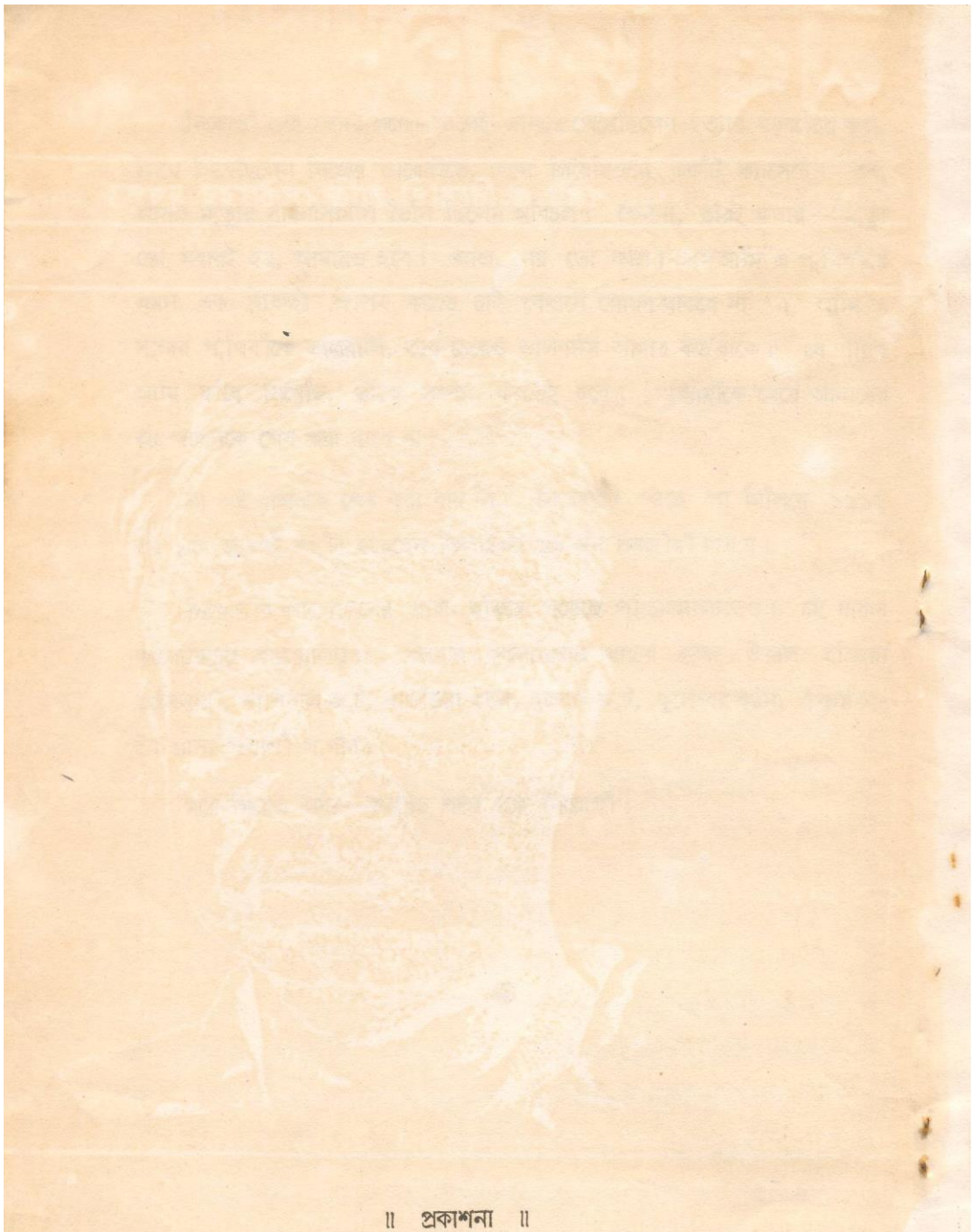

॥ প্রকাশনা ॥

সুবর্ণরেখা

পাওয়ার হাউস রোড ॥ ঝাড়গ্রাম ॥ মেদিনীপুর

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

মূল্য—২ টাকা

সুবর্ণরেখা, পাওয়ার হাউস রোড, ঝাড়গ্রাম হইতে ইলা পৈড়া কর্তৃক মুদ্রিত।